JUN. 27 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃঃ ৮ কলাম ...৩...

পিরোজপুরে সাক্ষরতা কর্মসূচির বেহাল অবস্থা

পিরোজপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি 'শিক্ষাদীপ্ত পিরোজপুরের' আওতায় জেলার ৬টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভার ২ লাখ ৫৯ হাজার ৬শ' ৭০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞান করার কর্মসূচি ভেঙ্গে গেছে। মঠবাড়িয়ার সংসদ সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজীর একগুঁয়েমি এবং পিরোজপুরের জেলা প্রশাসনের অনিচ্ছাই এ কর্মসূচি বিফল হতে সহায়তা করেছে। ফলে অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত ৭৪ লাখ ২৬ হাজার টাকা ফেরত পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন গোডাউনে পচে যাচ্ছে ২ কোটি টাকার অধিক মূল্যের বই এবং অন্যান্য কাগজপত্র।

জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে প্রথম পর্যায়ে পিরোজপুর সদর উপজেলায় টিএলএম কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক এটিএম জুলফিকার হায়দার চৌধুরী এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল মোনাফ পাটোয়ারি তড়িঘড়ি করে এ কর্মসূচি সম্পন্ন করলেও চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায়, কার্যক্রম অসফল হয়েছে। প্রায় অর্ধকোটি টাকা গচ্চা যায় সরকারের। পরে ২০০০ সালের প্রথমদিকে পুনরায় জেলার ৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে আবার এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রমে মোট ব্যয় ধরা হয় ৮ কোটি ১৩ লাখ ২ হাজার হয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মহোৎসব করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর আর কোন কার্যক্রম নেই।

টিএলএম কার্যক্রম সংক্রান্ত দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর প্রশাসন থেকে এ কর্মসূচি চালাতে উৎসাহে ঘাটতি দেখা যায়। এর ওপর আবার দলীয়করণ প্রক্রিয়া। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগকৃত কেন্দ্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান মঠবাড়িয়ার সংসদ সদস্য ডা. রুস্তম আলী ফরাজী। তিনি গত বছরের ১১ই ডিসেম্বর এক চিঠির মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে জানান, পূর্বের নিয়োগ বাতিল করে নতুনভাবে শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ করতে। ফলে পুনরায় বিজ্ঞপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করার পরও সম্ভব হয়নি কার্যক্রম শুরু করা।

এদিকে গত বছরের ৪ঠা নভেম্বর এ কার্যক্রমের জন্য অধিদপ্তর থেকে ৭৫ লাখ টাকা পাঠানো হয়, কিন্তু কাজ শুরু করতে না পারায় অধিদপ্তর পুনরায় চিঠি দিয়ে ওই টাকা ফেরত চায়। ফলে ১৬ই জুন ওই টাকা অধিদপ্তরে ফেরত পাঠানো হয় আর এর মাধ্যমে কার্যক্রম ভেঙ্গে যায় 'শিক্ষাদীপ্ত পিরোজপুরের'। শুধু তাই-ই নয়, প্রায় ২ কোটি টাকার বই ও অন্যান্য কাগজপত্র পাঠানো হয় এ জেলায়, য